

A day in the life of the American dream



Belén Fernández

Al Jazeera columnist

Published On 18 Sep 2023 18 Sep 2023

The day after my father died in August in Washington, DC, I was taking out the trash in my parents' apartment building when I was intercepted by a garrulous 60-year-old janitor from El Salvador – we'll call him César – who in the very short time he had known my dad had reportedly clocked double-digit hours of conversation with him.

Hearing that my dad had succumbed to prostate cancer after his doctors had pushed counterproductive but highly lucrative chemotherapy treatments on him, César offered his condolences and proceeded to tell me of his own latest run-in with the US healthcare system. This transpired after he had a heart attack in the street and bystanders called the cops on him, assuming he was drunk.

He eventually ended up at the hospital, where he was presented with an \$80,000 bill in exchange for the luxury of not dying. While hospitalised, he received a phone call from his employer, who informed him that he was fired for having a heart attack rather than showing up to work.

Having resided in the US for 20 years as an undocumented worker, César would just as soon return to El Salvador, he said, but his adult son still clung to the notion of “el sueño americano”, or the American dream. He shrugged with a smile of resignation and launched into an energetic recounting of another misadventure in the so-called land of the free.

Twenty years, it so happened, was the exact amount of time I had thus far spent avoiding the US, my country of birth, like the plague – for various reasons, such as the desire to not enter into eternal debt in the event of a medical emergency. Avoidance had become more difficult when my parents returned to the homeland from Barcelona in 2021 due to a coronavirus pandemic-induced lapse in judgment.

Of course, given my US passport, I had always been able to take my pick of other nations in which to pass my time – including El Salvador, an increasingly popular destination for the privileged gringo “expat” crowd but not such a safe place for the average Salvadoran thanks in large part to numerous decades of US-backed right-wing state terror.

And yet for many Salvadorans and countless other people on the receiving end of US-fuelled misery, the whole “American dream” has somehow retained its mystique in spite of the fact that the reality on the ground in the US itself is so often horrific.

For starters, a domestic landscape of poverty, homelessness, mass incarceration, mass shootings and criminally expensive healthcare, education and housing options should hardly constitute the stuff of dreams.

And for undocumented immigrants, the panorama can be even more grotesque, what with pervasive discrimination, xenophobic vitriol, and US government efforts to take children away from asylum-seeking parents and otherwise make life hell for folks who play an outsize role in sustaining the US economy.

In May, eight people were killed in the Texas city of Brownsville on the US-Mexico border when an SUV rammed into a group of primarily Venezuelan pedestrians near a shelter serving homeless people and refugees.

Shortly before this incident, a group of Venezuelan and Colombian friends of mine – whom I had met in February in Panama when they exited the vast refugee graveyard known as the Darién Gap en route to the US – crossed into El Paso, another Texas border town. They were detained by US immigration personnel who, they told me, communicated mainly via curse words.

The Venezuelans in the group were eventually flown to Arizona and dumped back into Mexico; the Colombians were released into provisional “freedom” in the US, which quickly proved to be underwhelming.

A few days into “freedom”, one of the Colombians messaged me from the El Paso sidewalk where he was sleeping to inquire about returning to Colombia, where, he said, people were at least not so petrified that they wouldn’t even speak to those in need. The US was an impossible country, my friend assessed, “especially if you’re poor”.

So much for the “American dream”.

Why, then, does the dream persist in the global imagination?

To be sure, fantasies can be necessary distractions from daily suffering – and no less in Colombia, where US-backed right-wing state terror on behalf of global capitalism killed thousands upon thousands of peasant farmers and other Colombians. In such situations, the dream of physical and economic safety can be a buoy, even if it happens to be associated with the country responsible for annihilating everyone’s dreams.

There are other reasons American dream mythology is so resilient. There is the global reach of US “culture”, ie, fast food, movies and general soulless consumerism that is nonetheless understandably appealing to the have-nots of the world.

The American dream is also well-suited to the age of social media, which anyway is all about advertising false happiness. Despite their categorically dismal circumstances in the US, my Colombian friends promptly set about crafting upbeat TikTok productions – set to reggaeton music – to publicise an imagined version of their new lives to friends back home. In one video, one of my friends sauntered down the sidewalk blissfully swinging shopping bags.

Back in 2008, then-US president George W Bush remarked: “Free market capitalism is far more than economic theory. It is the engine of social mobility, the highway to the American Dream.” To the linguistically challenged ex-president’s credit, this was all at least grammatically correct.

But the truth of the matter is that US-directed free market capitalism – and its imposition, often at gunpoint, on other countries – is what drives much migration in the first place.

Forget the “highway to the American Dream”. The only place this highway goes is a nightmare.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial stance.

আল জাজিরা থেকে নেয়া এই কলামটি দৈনিক প্রথম আলো এভাবে অনুবাদ করে ছেপেছে।

বৈশ্বিক কল্পনায় কেন ‘আমেরিকান ড্রিম’ অমলিন

20/09/2023

গত আগস্টে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরের দিনের ঘটনা। আমি মা-বাবার ফ্ল্যাটের ময়লা-আবর্জনা সাফ করে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বছর ষাটেক বয়সী একজন দারোয়ান আমার সঙ্গে কথা বললেন। ধরা যাক তাঁর নাম সিজার। তিনি জানালেন, আমার সদ্য প্রয়াত বাবার সঙ্গে তাঁর অল্প দিনের পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়ি এল সালভাদর।

সিজার যখন আমার কাছ থেকে জানলেন, আমার বাবা প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং চিকিৎসকদের দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল; তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তিনি বললেন, কিছুদিন আগে রাস্তায় হাঁটার সময় তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তিনি মাতাল অবস্থায় আছেন মনে করে পথচারীরা ডাক্তার না ডেকে পুলিশ ডেকেছিলেন।

যা হোক, পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কয়েক দিন পর হাসপাতাল ছাড়ার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুবরণ না করার মতো বিলাসিতা দেখানোর জন্য তাঁর হাতে ৮০ হাজার ডলারের একটি বিল ধরিয়ে দেয়। এই বিল এখন তাঁকে কিস্তিতে বাকি জীবনে শোধ করে যেতে হবে। সিজার বলেছেন, হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই তাঁর চাকরিদাতার কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছিলেন। চাকরিদাতা তাঁকে ফোনে জানিয়ে দেন কাজে না গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়ার ‘ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য’ তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিজার জানালেন, ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার পরও তিনি বৈধ কাগজপত্র পাননি। এ কারণে তিনি এল সালভাদরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটা তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। সেই ছেলের চোখে এখনো ‘আমেরিকান ড্রিম’ (আমেরিকান স্বপ্ন) লেগে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি এই তথাকথিত মুক্ত ভূমিতে এখনো পড়ে রয়েছেন।

সিজার যেমন ২০ বছর আগে নিজ জন্মস্থান এল সালভাদর ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন, আমিও ঠিক ২০ বছর আগে আমার জন্মভূমি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বিভিন্ন দেশে কাটিয়েছি। জরুরি স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাবদ অন্তহীন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ভীত হওয়ার মতো আরও কিছু কারণে আমি যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলেছি। তবে ২০২১ সালে আমার মা-বাবা করোনা মহামারির কারণে বাসেলোনা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার পর যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলাটা আমার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী হিসেবে অবশ্যই আমার অনেক দেশে যেকোনো সময় যেতে পারার সুবিধা আছে। এর মধ্যে এল সালভাদরও আছে, যেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত বহিরাগত ধনিক শ্রেণি যতটা আরামে আছে, মার্কিন—সমর্থিত ডানপন্থী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে স্থানীয় গরিব মানুষ সেখানে ততটাই অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে ডানপন্থী শাসকদের অত্যাচারে সালভাদোরান নাগরিকেরা অতিষ্ঠ হওয়ার পরও এবং তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর নারকীয় বাস্তবতার মুখে পড়ার পরও সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে ‘আমেরিকান ড্রিমের’ মোহ আগের মতোই বজায় আছে।

দারিদ্র্য, গৃহহীনতা, গণহারে ধরে কারাগারে ঢোকানো, নির্বিচার গোলাগুলি, অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এমন ব্যয়বহুল স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও হাউজিং সেবার মুখে পড়তে হয় এমন ভূখণ্ডে ‘স্বপ্নের ভূখণ্ডের’ উপাদান খুব কমই আছে।

কোনো ধরনের বৈধ কাগজপত্র নেই—এমন অভিবাসীদের অধিকতর বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যাপক বৈষম্য, অভিবাসীবিদ্বেষ, অভিবাসনশিবির থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশী মা-বাবার কাছ থেকে শিশুদের আলাদা জায়গায় নিয়ে যাওয়া—ইত্যাকার বাস্তবতার মুখে তাদের হেনস্তা হতে হয়।

এত কিছু পরও বৈশ্বিক কল্পনায় কেন আমেরিকান ড্রিম অমলিন হয়ে আছে? এত কিছু পরও কেন সবাই আমেরিকান ড্রিমে বিভোর?

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কলম্বিয়া, এল সালভাদর, মেক্সিকো বা অন্য অনেক জায়গায় দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটানো স্থানীয় দরিদ্র মানুষ একটি সুখের দুনিয়ার কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ তার শারীরিক ও আর্থিক অবস্থার সুরক্ষা নিয়ে একটি কল্পনাশ্রয়ী জায়গার কথা ভাবে। সেই জায়গা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকেই তারা কল্পনায় আনে।

এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে প্রবাহিত মিথ্যা সুখের বিজ্ঞাপন আমেরিকান ড্রিমকে আরও উসকে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্টভাবে হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে কাটানো সত্ত্বেও আমার কলম্বিয়ান বন্ধুরা আমেরিকায় নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া টিকটক ভিডিও বানিয়ে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে দেশে থাকা বন্ধুদের কাছে আত্মপ্রচার করতে চান।

২০০৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মুক্তবাজার পুঁজিবাদকে ‘আমেরিকান ড্রিমের মহাসড়ক’ বলে অভিহিত করেছিলেন। ভাষাগত জড়তাসম্পন্ন বুশের কথাটি ব্যাকরণগতভাবে হয়তো সঠিক, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতার দিক থেকে কথাটা সত্য নয়। এই ‘মহাসড়ক’ আসলে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।